৯ ডিসেম্বর ২০২০
তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হল
জাতীয় প্রেস ক্লাব, ঢাকা।

জেন্ডার প্ল্যাটফর্ম আয়োজিত

সংবাদ সম্মেলন

কর্মক্ষেত্রে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, হাইকোর্টের নীতিমালা অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি গঠন সংক্রান্ত নির্দেশনা বাস্তবায়ন এবং আইএলও কনভেনশন ১৯০ অনুসমর্থন।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

আস্‌সালামু আলাইকুম। আপনাদের সবাইকে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। জেন্ডার প্ল্যাটফর্ম কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত আছেন এডভোকেট সালমা আলী, সভাপতি, বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি (বিএনডব্লিউএলএ); জেড এম কামরুল আনাম, সেক্রেটারী জেনারেল, বাংলাদেশ লেবার ফাউন্ডেশন (বিএলএফ); নাজমা আকতার, নির্বাহী পরিচালক, আওয়াজ ফাউন্ডেশন; সানজিদা সুলতানা, পরিচালক, কর্মজীবী নারী; নাজমা ইয়াসমীন, পরিচালক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিলস্) এবং ইন্ডাস্ট্রি অল বাংলাদেশ কাউন্সিল।

উপস্থিত গণমাধ্যম প্রতিনিধি ও সাংবাদিকবৃন্দ আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে আজকের এই সংবাদ সম্মেলনে আমাদের বক্তব্য উপস্থাপন করছি আমি এড. সালমা আলী, সভাপতি, বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি (বিএনডব্লিউএলএ)

শুরুতেই জেন্ডার প্ল্যাটফর্ম সম্পর্কে আপনাদের কিছুটা ধারনা দিতে চাই। কর্মস্থল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সকল ধরণের সহিংসতা ও যৌন নির্যাতন প্রতিরোধের মাধ্যমে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জানুয়ারি ২০১৭ সালে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের মানবাধিকার/শ্রমিক সংগঠনগুলোর জোট 'জেন্ডার প্ল্যাটফর্ম' গঠিত হয়। বর্তমানে এই জোটে সদস্য হলো বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবি সমিতি (বিএনডব্লিউএলএ), বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিলস্), বাংলাদেশ লেবার ফাউন্ডেশন (বিএলএফ), আওয়াজ ফাউন্ডেশন, কর্মজীবি নারী এবং ইন্ডাস্ট্রি অল বাংলাদেশ কাউন্সিল। গঠনের পর থেকেই কর্মক্ষেত্রে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধের লক্ষ্যে বিগত ২০০৯ সালে মহামান্য হাইকোর্ট-এর প্রদত্ত নির্দেশনা মেনে কারখানা/প্রতিষ্ঠান-এ যৌন হয়রানি মুক্ত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ আইন" (খসড়া) প্রণয়নের কাজ শুরু করে এই প্ল্যাটফর্ম। শ্রম অধিকার নিয়ে কাজ করে এমন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ও শ্রমিক সংগঠন যারা জেন্ডার প্ল্যাটফর্মের সাথে ঐকমত্য পোষণ করে এবং তা অনুসরণ করে কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করে তারাই প্ল্যাটফর্মের সিদ্ধান্তক্রমে সদস্যপদ লাভ করে। জেন্ডার প্ল্যাটফর্মের কার্যক্রমগুলো হলো–

১. যৌন হয়রানি প্রতিরোধ আইন প্রণয়নের জন্য পলিসি এডভোকেসি
২. ২০০৯ সালের হাইকোর্টের নির্দেশনা বিষয়ে সচেতনতাবৃদ্ধি ও আইন প্রশিক্ষণ
৩. হাইকোর্টের নীতিমালা অনুযায়ী কারখানা/প্রতিষ্ঠান সমূহে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি প্রতিষ্ঠা ও কার্যকরী করণে উদ্যোগ
৪. তথ্য, গবেষণা, ডকুমেন্টেশন ও প্রকাশনার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি

৫. বাংলাদেশের কারখানাঘন এলাকায় আঞ্চলিক কমিটি গঠন

৬. আইএলও কর্তৃক প্রণীত কনভেনশন ১৯০ অনুসমর্থন করার বিষয়ে এডভোকেসি

উপস্থিত বন্ধুগণ, আজ আমরা যে বিষয়গুলো আলোকপাত করতে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেছি তার মধ্যে একটি হলো, কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও সুরক্ষা যুগোপযোগী আইন প্রণয়নের দাবি উত্থাপন। কর্মক্ষেত্রে যে কোন ধরণের যৌন হয়রানি প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করে যা মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি প্রতিবন্ধকতা। ২০০৮ সালে বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবি সমিতি যৌন হয়রানি মুক্ত কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য একটি রিট পিটিশন দায়ের করে। সে সময় বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ কর্মক্ষেত্রে ব্যাপক যৌন হয়রানিমূলক ঘটনা ঘটে ও তা প্রকাশ হতে থাকে যেমন: ২০০৬ সালের মে মাসে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানি ডিপার্টমেন্ট এর শিক্ষক অধ্যাপক নুরুল আমান এর যৌন হয়রানি বিষয়ে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন। একই বছর নভেম্বর মাসে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগের সত্যতা প্রাপ্তি। গার্মেন্টস, এনজিওসহ নানা ক্ষেত্রে যৌন হয়রানির ঘটনার প্রেক্ষিতে ২০০৮ সালে ১৫ আগস্ট 'দি ডেইলি স্টার' যৌন হয়রানি বন্ধে কোন আনুষ্ঠানিক অভিযোগ শুনানির ব্যবস্থা না থাকার বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। যার প্রেক্ষিতে জাতীয় মহিলা আইনজীবি সমিতি রিট আবেদনটি দায়ের করে এবং এর আলোকে ২০০৯ সালের ১৪ মে মহামান্য হাইকোর্ট কর্মক্ষেত্রে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ১১টি সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেন।

উপস্থিত বন্ধুগণ, বিদ্যমান আইনের পরেও যেমন: "নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন", "বাংলাদেশ শ্রম আইন" ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও কেন কর্মক্ষেত্রে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে পৃথক আইন প্রয়োজন সে বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্ট তার রায়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন। রায়ে নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে কোর্টের এই আদেশ ও নির্দেশনাগুলো পার্লামেন্ট কর্তৃক এ সংক্রান্ত পর্যাপ্ত ও কার্যকর আইন প্রণিত না হওয়া পর্যন্ত অনুসৃত ও পরিপালিত হবে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সাথে লক্ষ্য করা গেছে একদিকে যেমন মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশ মত কর্মক্ষেত্রে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে কোন আইন পাশ হয়নি তেমনি এ বিষয়ে মহামান্য কোর্ট যে ১১ টি নির্দেশনা দিয়েছেন সেগুলোও কোন প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়নি। এর ধারাবাহিকতায় জেন্ডার প্ল্যাটফর্ম একটি পূর্ণাঙ্গ আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে "কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ আইন ২০১৮" এর প্রস্তাবিত খসড়া তৈরী করে এবং একই বছর আইন মন্ত্রনালয় ও শ্রম মন্ত্রনালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী মহোদয় বরাবর আইনের খসড়াটি পেশ করা হয়।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, দিনে দিনে নারীদের প্রতি যৌন হয়রানির মাত্রা বেড়েই চলেছে এবং বর্তমানে তা এক ভয়াবহ রূপ ধারন করেছে। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের গবেষণায় দেখা গেছে (জুলাই ২০২০, দি ডেইলী স্টার) ১০১ টি সহিংসতার ঘটনায় ৬৯ জন নারী ধর্ষিত হয়েছে, ২৫ জন সংঘদ্ধ ধর্ষনের শিকার এবং ৭ জন নারী খুন হয়েছে। এমনকি এই বছরের ২৫ সেপ্টেম্বর ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সিলেট এমসি কলেজে সংঘবদ্ধ ধর্ষনের ঘটনা ঘটেছে। একটি নারী যে কোথাও নিরাপদ নয় তা এই ঘটনা আবারো প্রমাণ করেছে। তাৎক্ষনিক এই বর্বর ঘটনা গণমাধ্যমে গুরুত্বের সাথে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয় যার ফলে আসামীদের দ্রুততম সময়ের মধ্যে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে বিষয়টি বিচারাধীন রয়েছে। সম্প্রতি লক্ষীপুরে ৩৭ বছর বয়সী এক নারীর সাথে আরেকটি ভয়াবহ সংঘবদ্ধ যৌণ সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। দূবৃত্তদের রাজনৈতিক প্রভাবের কারনে এই নারী ক্রমাগতভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েও সবই সহ্য করে আসছিলো। কিন্তু এই সংঘবদ্ধ ধর্ষক তাদের ক্ষমতা প্রদর্শণ করতে প্রশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে ভয়াবহ যৌন অত্যাচরের দৃশ্য ভিডিও করে এবং সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ করে দেয়। বিষয়টি প্রশাসন ও গণমাধ্যমের নজরে আসলে প্রবল চাপের মুখে প্রশাসন এই ভয়ানক অত্যাচারীদেরকে গ্রেফতার করে।

পাশাপাশি এ কথা অনস্বীকার্য যে, কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার হার আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ২৫ নভেম্বর ২০২০ হতে শুরু হয়েছে নারীর প্রতি সহিংসতা ক্যাম্পেইন। ব্র্যাক এর একটি গবেষণায়

দেখা গেছে ব্র্যাক লিগ্যাল এইড সার্ভিসেস এর কাছে চলতি বছরের গত দশ মাসে প্রায় ২৫০০০ নারী সহিংসতার অভিযোগ এনেছেন এবং ব্র্যাক এর ৪১০ হিউম্যান রাইটস এন্ড লিগ্যাল এইড ক্লিনিক এর রিপোর্ট অনুযায়ী লকডাউন চলাকালীন নারী সহিংসতার অভিযোগ পাওয়া গেছে প্রায় ২৫,৬০৭টি। এটি কেবলামত্র একটি সংস্থা থেকে প্রাপ্ত তথ্য। প্রকৃতপক্ষে যৌন সহিংসতা সারা দেশে ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে । তাই এখনই সময় এই আইনের প্রয়োগ ও যথাযথ বাস্তবায়ন।

উপস্থিত সাংবাদিক বন্ধুগণ, আজকের সংবাদ সম্মেলনে তৃতীয় যে বিষয়টিতে আমরা আলোকপাত করছি তা হলো সম্প্রতি আইএলও কর্তৃক প্রণীত কনভেনশন ১৯০ যার বিষয় হলো" ইলেমিনেশন অব ভায়োলেন্স এন্ড হেরাসমেন্ট ইন দি ওয়ার্ল্ড অব ওয়ার্ক।" এই কনভেনশনটি ২১ জুন, ২০১৯ আইএলও এর ১০৮ তম আন্তর্জাতিক লেবার কনফারেন্স এ গৃহীত হয়। এই কনভেনশনটি এখনো কোন দেশ অনুস্বাক্ষর করেনি। কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানী বন্ধে এই কনভেনশনটি বাংলাদেশ কর্তৃক গৃহীত হলে তা এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতিকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুদৃঢ় করবে তেমনি বাংলাদেশ সরকারের ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল করবে। সে জন্য প্রয়োজন, এই কনভেনশনটি যথাযথ পর্যালোচনা করে অনুস্বাক্ষরের জন্য জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস দ্রুততম সময়ের মধ্যে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১৯ পাশ ও আইএলও কনভেনশন ১৯০ অনুস্বাক্ষর বাংলাদেশের ভয়াবহতার চিত্র পাল্টাতে ও সর্ব ক্ষেত্রে যৌন হয়রানি বন্ধে অত্যন্ত কার্যকর হবে।

এই প্রেক্ষিতে আমরা জেন্ডার প্ল্যাটফর্ম আজকে আপনাদের মাধ্যমে সরকারের কাছে ৪টি সুনিদির্ষ্ট দাবি উল্লেখ করছিঃ

১. যৌন হয়রানি প্রতিরোধে ২০০৯ সালে প্রদানকৃত হাইকোর্টের নির্দেশনার যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে;
২. যৌন হয়রানি মুক্ত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ আইন" প্রণয়ন করতে হবে;
৩. কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা ও হয়রানি নিরসন বিষয়ক আইএলও কনভেনশন ১৯০ অনুসমর্থন করতে হবে; এবং
৪. কর্মস্থলে যাতায়াতের পথে এবং সমাজে নারী শ্রমিকের যৌন হয়রানি থেকে সুরক্ষা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

আপনাদের সবাইকে আজকের সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত হবার জন্য জেন্ডার প্ল্যাটফর্মের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সবিনয়

এড. সালমা আলী
সভাপতি
বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবি সমিতি।